দৈনিক
জনকণ্ঠ

20 MAR 2003

# এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় ১১ লাখ ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে ॥ নকল রোধে ব্যাপক পদক্ষেপ

মোশতাক আহমেদ

দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা আগামী ২৭ মার্চ থেকে সারা দেশে একযোগে শুরু হচ্ছে। মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ নয়টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এই পরীক্ষায় এ বছর মোট ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষায় নকল ও সহিংসতা রোধে অন্যান্য বছরের মতো এবারও সরকারীভাবে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারিসহ বিভিন্ন রকম কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হলেও এই পদক্ষেপ কতটুকু কার্যকর হবে সেটাই সকলের প্রশ্ন।

## এসএসসিতে ছাত্র কমেছে, বেড়েছে মাদ্রাসায়

জানা গেছে, গত বছর ১৪ মার্চ এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ৩০ মার্চ। অবশ্য ব্যবহারিক পরীক্ষা এপ্রিল মাসে শেষ হয়। গত বছর পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোট ১২ লাখ ১ হাজার ৮শ' ৮৭ শিক্ষার্থী। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা একদিকে যেমন কমে গেছে, অন্যদিকে পরীক্ষাও কয়েকদিন পিছিয়ে গেছে।

শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড, ও কারিগরি বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এবার এই তিনটি পরীক্ষায় মোট ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে এসএসসিতে ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬শ' ৫২, দাখিলে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭শ' ৬৯ এবং এসএসসি ভোকেশনালে ৩১ হাজার ৬শ' ২৮ শিক্ষার্থী রয়েছে। ২০০২ সালের পরীক্ষায় কেবল সাত বোর্ডের এসএসসির পরীক্ষার্থীই ছিল ১০ লাখ ২৪ হাজার ১শ' ৩৯। কিন্তু এবার কমে ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬শ' ৫২ তে দাঁড়িয়েছে। গত বছরের চেয়ে এবার ৯০ হাজার ৪শ' ৮৭ শিক্ষার্থী কমে গেছে। তবে দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষায় গত বছরের চেয়ে এবার অনেক শিক্ষার্থী বেড়ে গেছে। গত বছর দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৫২ হাজার ১শ' ৫৭। এবার বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭শ' ৬৯জন। গত বছর ভোকেশনাল পরীক্ষার্থী ছিল ২৫ হাজার ৫শ' ৯১জন। এবার হয়েছে ৩১ হাজার ৬শ' ২৮জন। সাতটি শিক্ষা বোর্ডের মোট ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬শ' ৫২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২ লাখ ৭২ হাজার ৫শ' ৭৭, রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ৭৩ হাজার ২শ' ২৪, কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ৬ হাজার ৩শ' ৯৫, যশোর বোর্ডে ১লাখ ১৮ হাজার ৩শ' ৩, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৮ হাজার ৯শ' ৯৯, বরিশালে ৬৩ হাজার ৫শ' ৩৬ এবং সিলেটে ৩০ হাজার ৬শ' ১৮ শিক্ষার্থী রয়েছে। তবে বিভিন্ন কারণে

(৭-পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## এবার এসএসসি

(৮-এর পৃষ্ঠার পর)

আটকে থাকা বেশ কয়েক শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র শেষ পর্যন্ত দেয়া হলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেড়ে যাবে।

দাখিল পরীক্ষা সারা দেশে ৩শ' ৯২টি এবং ভোকেশনাল পরীক্ষা ৪শ' ১৪টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বোর্ডে এসএসসির কেন্দ্র রয়েছে ২শ' ২২টি।

এদিকে পরীক্ষায় যাতে নকল ও সহিংসতা ঘটতে না পারে সেজন্য সরকারীভাবে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী আনম এহছানুল হক মিলন ও উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু নকল রোধে জনগণকে সচেতন করার জন্য সারা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, প্রশাসনের পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে নকল প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নকল রোধে সচেতনতার লক্ষ্যে কেন্দ্রগুলোতে নকলবিরোধী পোস্টার টানানো হচ্ছে। পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে আরও রয়েছে দেহতল্লাশি করে পরীক্ষার্থীদের হলে ঢোকানো, পরীক্ষা কেন্দ্রে রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতাসহ পরীক্ষা বহির্ভূতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, নকলে সহযোগিতাকারী শিক্ষককে বহিষ্কার করা, পরীক্ষার আশপাশের ফটোকপি দোকান বন্ধ রাখা।

তাছাড়া ভিজিল্যান্স টিমসহ বিভিন্ন টিম কেন্দ্রগুলোতে আকস্মিক ও ঝটিকা সফর করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড ও শিক্ষা অধিদফতর এইসব টিম গঠন করবে। টিম সদস্যদের হাতে অভিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যেক জেলার মূল স্কুলের শিক্ষকদের দিয়ে গঠিত বিভিন্ন টিমও নকল রোধে কাজ করে যাবে। তারা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর জন্য আলাদা ২৯টি টিম গঠন করবে। দাখিল পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে টিম কাজ করবে। প্রতি টিমে দু'জন করে সদস্য থাকবে। এছাড়া আরও কিছু টিম বিভিন্ন কেন্দ্রে ঝটিকা সফর করবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকল রোধে নানা আয়োজন করে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হলেও পরীক্ষায় গণহারে নকল ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এবারও সকল আয়োজন ভেস্তে যাবে, নাকি নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে- এটিই সকলের প্রশ্ন।